International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 366-373
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.231

ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংসা আন্দোলন

ঋত্বিক সরকার

গবেষক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 19.03.2026; Accepted: 20.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper examines the nature, development, and impact of non-violent movements in colonial Bengal. It explores how the tradition of non-violent resistance gradually evolved in response to British colonial rule and socio-economic exploitation. Beginning with early agrarian protests such as the Indigo Revolt and later peasant mobilizations, the study traces the emergence of organized forms of peaceful protest such as boycott, non-cooperation, and civil resistance. The paper also highlights the influence of Mahatma Gandhi and the spread of Gandhian ideas of Ahimsa and Satyagraha, particularly during the Non-Cooperation Movement.

The study analyses the social and cultural effects of non-violent movements in Bengal, including the rise of nationalist consciousness, the growth of national education, the expansion of Swadeshi industries, and increased participation of women in political activities. The movement also stimulated literary and cultural expressions of nationalism, with intellectual figures such as Rabindranath Tagore contributing to the ideological environment of resistance.

At the same time, the paper evaluates the limitations and criticisms of non-violent politics in Bengal. Some historians, including R. C. Majumdar, have pointed out the simultaneous growth of revolutionary nationalism, suggesting that not all nationalists believed non-violence alone could secure independence. Others, such as Ranajit Guha, emphasize the need to examine the role of subaltern groups and rural society in understanding the full dynamics of nationalist movements.
Keywords: Non-violent Movement, Colonial Bengal, Nationalism, Satyagraha

ভূমিকা:

ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অহিংস প্রতিরোধ বা non-violent resistance একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ দেখা যায়—কখনও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, আবার কখনও অহিংস অসহযোগ, বয়কট ও সত্যাগ্রহ। বাংলার সমাজে অহিংস আন্দোলনের ধারণা বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে, বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে।অহিংস প্রতিরোধের ধারণা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নতুন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের গণঅংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করা। এই ধারণাটি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন বাংলা সহ ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধী। তবে এই অহিংসর চর্চা ভারতবর্ষের মাটিতে প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। তবে সেটি আন্দোলনের একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার দেখা যায় উপনিবেশিক সময়কালে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম।

ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলায় অহিংস আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না; এটি ছিল একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিরোধের রূপ।

এই অহিংসা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হল :

ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করা।

উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলায় যে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন, সামাজিক প্রতিবাদ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে অহিংস প্রতিরোধের ধারা কীভাবে গড়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

বাংলায় অহিংস আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ ও কৌশল চিহ্নিত করা। যেমন— বিদেশি পণ্য বয়কট, কর বর্জন, অসহযোগ, সামাজিক বয়কট, ধর্মঘট এবং গণআন্দোলন ইত্যাদি কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করা।

বাংলার প্রধান অহিংস আন্দোলনগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা।বিশেষত Indigo Revolt, Swadeshi Movement এবং Non-Cooperation Movement-এর মতো আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলায় অহিংস প্রতিরোধের বিকাশ কীভাবে ঘটে তা অনুসন্ধান করা।

অহিংস আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করা।কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নারীদের ভূমিকা কীভাবে এই আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করেছিল তা আলোচনা করা।

অহিংস আন্দোলনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন করা।বাংলার সমাজে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, স্বদেশী শিল্পের প্রসার এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে এই আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা ও মতামত বিশ্লেষণ করা। যেমন Bipan Chandra, Sumit Sarkar এবং Ranajit Guha প্রমুখ ইতিহাসবিদেরা ঔপনিবেশিক বাংলার অহিংস আন্দোলনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আলোচনা করা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বাংলার অহিংস আন্দোলনের গুরুত্ব নির্ধারণ করা।বাংলার এই আন্দোলনগুলি কীভাবে সমগ্র ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কৌশল ও দিকনির্দেশকে প্রভাবিত করেছিল তা বিশ্লেষণ করা।

সার্বিকভাবে এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস আন্দোলনের প্রকৃতি, বিকাশ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বকে একটি বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন।

ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস প্রতিরোধের ধারণা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি; বরং এটি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণ, কৃষকদের উপর অতিরিক্ত করের চাপ, বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার এবং প্রশাসনিক দমননীতি বাংলার সমাজে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এই অসন্তোষ থেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিরোধ সশস্ত্র রূপ নিলেও বহু ক্ষেত্রে তা অহিংস প্রতিবাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়— যেমন কর না দেওয়া, কাজ বর্জন, সামাজিক বয়কট এবং সংগঠিত অসহযোগিতা। এই ধরনের আন্দোলনই পরবর্তীকালে বৃহত্তর অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলে।ঐতিহাসিক Ranajit Guha তাঁর কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামীণ সমাজে প্রতিরোধ প্রায়ই "সাংগঠনিক কিন্তু অপ্রকাশ্য" রূপে গড়ে উঠত। তাঁর মতে, অনেক সময় কৃষকেরা সরাসরি সহিংস বিদ্রোহে না গিয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য

করা, জমি চাষ করতে অস্বীকার করা কিংবা সামাজিক বয়কটের মতো পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাত। এই ধরনের প্রতিরোধ প্রকৃতপক্ষে অহিংস আন্দোলনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় সংঘটিত Indigo Revolt অহিংস প্রতিরোধের অন্যতম প্রাথমিক উদাহরণ। ব্রিটিশ নীলকরদের জোরপূর্বক নীল চাষের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকেরা সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। তারা সাধারণত সশস্ত্র সংঘর্ষে না গিয়ে নীল চাষ করতে অস্বীকার করে এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক R. C. Majumdar এই আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে নীল বিদ্রোহ ছিল "ভারতের পরবর্তী অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরি", কারণ এতে জনগণের সম্মিলিত অসহযোগিতার মাধ্যমে শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

এছাড়াও বাংলায় অন্যান্য কৃষক আন্দোলন যেমন Pabna Agrarian Uprisings অহিংস প্রতিরোধের ধারাকে শক্তিশালী করে। পাবনা অঞ্চলে কৃষকেরা জমিদারদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ জানায়। তারা আদালতে মামলা করে, কর প্রদান স্থগিত করে এবং সম্মিলিতভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন মূলত শান্তিপূর্ণ ছিল এবং এতে সংগঠিত গণপ্রতিরোধের একটি নতুন ধারা তৈরি হয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অহিংস প্রতিরোধের রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে Partition of Bengal-এর বিরুদ্ধে বাংলায় যে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে, তা অহিংস প্রতিরোধের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময় শুরু হওয়া Swadeshi Movement আন্দোলনে বিদেশি পণ্য বয়কট, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়।

ঐতিহাসিক Bipan Chandra মনে করেন যে স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো অর্থনৈতিক বয়কটকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাঁর মতে, এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ উপলব্ধি করতে পারে যে অহিংস অসহযোগিতার মাধ্যমেও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

পরবর্তীকালে Mahatma Gandhi ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের দর্শনকে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক কৌশলে রূপ দেন। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হওয়া Non-Cooperation Movement বাংলাসহ সমগ্র ভারতে ব্যাপক গণআন্দোলনের সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে অহিংস অসহযোগিতা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান কৌশল হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক Sumit Sarkar উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীয় আন্দোলনের মাধ্যমে অহিংস প্রতিরোধ একটি সংগঠিত গণআন্দোলনের রূপ লাভ করে এবং এতে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।অতএব বলা যায় যে ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস প্রতিরোধের ঐতিহাসিক পটভূমি গড়ে ওঠে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন, সামাজিক প্রতিবাদ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে বাংলার জনগণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে অহিংস অসহযোগিতা এবং সংগঠিত গণপ্রতিরোধ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে অহিংস আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন।এই আন্দোলনের মূল কৌশল ছিল—

বিদেশি পণ্য বয়কট
স্বদেশী শিল্পের প্রসার
জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা
জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগরণ

স্বদেশী আন্দোলনে অহিংস প্রতিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল হয়ে ওঠে। বিদেশি পণ্যের বয়কট এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির বিরুদ্ধে এক ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিবাদ।ঐতিহাসিক সুভাষচন্দ্র বসু এই আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন— "১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যে বয়কট ও অসহযোগের নীতি দেখা যায়, তা ১৯২০ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অনেক দিক থেকে মিল রয়েছে।" অতএব বলা যায় যে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলন পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অহিংস কৌশলের ভিত্তি তৈরি করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীয় দর্শন এক নতুন রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। এই দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল সত্য, ন্যায় এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সংগ্রাম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এই দর্শন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশল প্রবর্তন করে, যেখানে সহিংস বিপ্লবের পরিবর্তে নৈতিক শক্তি, গণঅংশগ্রহণ এবং অসহযোগিতাকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই আদর্শের প্রবর্তক ছিলেন Mahatma Gandhi, যিনি অহিংস প্রতিরোধকে একটি কার্যকর রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেন।

গান্ধীয় দর্শনের দুটি প্রধান ভিত্তি ছিল অহিংসা (Ahimsa) এবং সত্যাগ্রহ (Satyagraha)। অহিংসার ধারণা অনুযায়ী অন্যের প্রতি ঘৃণা বা সহিংসতার আশ্রয় না নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। অন্যদিকে সত্যাগ্রহ ছিল এক ধরনের নৈতিক সংগ্রাম, যার মাধ্যমে অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং অসহযোগিতার মাধ্যমে শাসকের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। গান্ধীর মতে, সহিংসতার মাধ্যমে সাময়িক বিজয় অর্জন করা সম্ভব হলেও অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা যায়।

ঐতিহাসিক Judith Brown উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীর রাজনীতির মূল শক্তি ছিল জনগণের নৈতিক শক্তিকে সংগঠিত করা। তাঁর মতে, গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটি বৃহত্তর গণআন্দোলনে পরিণত করেছিলেন, যেখানে সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া Non-Cooperation Movement ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া। এর প্রধান কর্মসূচির মধ্যে ছিল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন, ব্রিটিশ আদালত বর্জন, সরকারি চাকরি ত্যাগ এবং বিদেশি পণ্য বয়কট। এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে বোঝানো হয় যে ব্রিটিশ শাসন টিকে আছে মূলত ভারতীয় জনগণের সহযোগিতার উপর; তাই সেই সহযোগিতা প্রত্যাহার করলেই ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। বাংলায় এই আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির বহু মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বহু ছাত্র ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তি হয়। একইভাবে অনেক আইনজীবী ব্রিটিশ আদালতে মামলা পরিচালনা বন্ধ করে দেন। এর ফলে বাংলায় এক নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা এবং গণআন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ঐতিহাসিক Sumit Sarkar তাঁর বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীয় আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রথমবারের মতো ভারতের গ্রামাঞ্চলে গভীরভাবে প্রবেশ করে। তাঁর মতে, এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ

মানুষ রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশীদার হয়ে ওঠে এবং জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি অনেক বিস্তৃত হয়।অন্যদিকে ঐতিহাসিক Bipan Chandra মনে করেন যে অহিংস আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তার গণভিত্তি। তাঁর মতে, গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল এবং জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে সংগঠিত গণপ্রতিরোধের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব।তবে বাংলায় গান্ধীয় অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেরও শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। অনেক বিপ্লবী সংগঠন মনে করত যে কেবল অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন। তবুও অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার সমাজে যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও গণঅংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায় যে গান্ধীয় দর্শন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে জনগণ সংগঠিত হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের একটি নতুন ধারার সূচনা ঘটে। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে এই দর্শন বাস্তব রূপ লাভ করে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

অহিংস আন্দোলনের ফলে বাংলার সমাজে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে Swadeshi Movement-এর সময় বিদেশি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জাতীয় পরিচয় ও আত্মমর্যাদার ধারণা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক Bipan Chandra তাঁর India's Struggle for Independence গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জাতীয়তাবাদ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর মতে, এই আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামকে একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেয়।

দ্বিতীয়ত, অহিংস আন্দোলনের ফলে বাংলায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বহু জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যা জাতীয় চেতনা, আত্মনির্ভরতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করবে। ঐতিহাসিক Sumit Sarkar তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে এবং এটি বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, অহিংস আন্দোলনের ফলে বাংলায় স্বদেশী শিল্প ও অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার ধারণা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিদেশি পণ্য বয়কটের ফলে দেশীয় শিল্প ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটে। মানুষ দেশীয় বস্ত্র ও অন্যান্য স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করতে শুরু করে। ঐতিহাসিক Amiya Kumar Bagchi উল্লেখ করেছেন যে স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং দেশীয় শিল্পের পুনর্জাগরণে সহায়তা করেছিল।

চতুর্থত, অহিংস আন্দোলনের ফলে বাংলার সমাজে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। অনেক নারী প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশ, বয়কট আন্দোলন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে যুক্ত হন। ঐতিহাসিক Geraldine Forbes উল্লেখ করেছেন যে জাতীয় আন্দোলনের সময় নারীদের অংশগ্রহণ ভারতীয় সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নারীরা ধীরে ধীরে জনজীবনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

পঞ্চমত, অহিংস আন্দোলনের প্রভাবে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ঘটে। এই সময় সাহিত্য, গান, নাটক ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। বিশেষত Rabindranath Tagore তাঁর সাহিত্য, গান এবং বক্তৃতার মাধ্যমে মানবতাবাদ, জাতীয় চেতনা এবং নৈতিক প্রতিবাদের ধারণাকে নতুনভাবে তুলে ধরেন। তাঁর অনেক রচনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল।

এছাড়াও অহিংস আন্দোলনের ফলে বাংলায় একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে এবং সমাজে গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার ঘটে। ঐতিহাসিক Ranajit Guha মনে করেন যে জাতীয় আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ভারতীয় রাজনীতিকে একটি নতুন গণভিত্তি প্রদান করেছিল।

সুতরাং বলা যায় যে ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস আন্দোলন সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরতার ধারণা, নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দেশপ্রেমের বিস্তার— এই সমস্ত ক্ষেত্রেই অহিংস আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে শক্তিশালী করেনি, বরং বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলেও এর কিছু স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনা করেছেন।প্রথমত, অহিংস আন্দোলনের একটি বড় সীমাবদ্ধতা ছিল এর অস্থায়িত্ব এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতার অভাব। অনেক সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের উপর আন্দোলনের গতি নির্ভর করত। উদাহরণস্বরূপ, Non-Cooperation Movement হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে অনেক কর্মীর মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ঐতিহাসিক Sumit Sarkar উল্লেখ করেছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক সমাপ্তি জাতীয় আন্দোলনের অনেক কর্মী ও তরুণদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে অনেকেই পরবর্তীকালে বিপ্লবী পথের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অহিংস আন্দোলনের আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিল যে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। অনেক বিপ্লবী সংগঠন মনে করত যে কেবল অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক R. C. Majumdar মন্তব্য করেছেন যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান প্রমাণ করে যে অনেক জাতীয়তাবাদী কর্মী অহিংস পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন।

তৃতীয়ত, অহিংস আন্দোলনের আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিল গ্রামীণ সমাজে এর সীমিত প্রভাব। যদিও শহরাঞ্চলে এবং মধ্যবিত্ত সমাজে এই আন্দোলনের প্রভাব বেশি ছিল, তবুও অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুরোপুরি এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। ঐতিহাসিক Ranajit Guha তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে জাতীয় আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের বাস্তব সমস্যাগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি, ফলে তাদের অংশগ্রহণ সবসময় পূর্ণাঙ্গ ছিল না।

চতুর্থত, অহিংস আন্দোলনের আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর দমননীতি। ব্রিটিশ সরকার অহিংস আন্দোলন দমন করার জন্য গ্রেপ্তার, নিষেধাজ্ঞা এবং দমনমূলক আইন প্রয়োগ করত। এর ফলে অনেক সময় আন্দোলনের গতি কমে যায় এবং সংগঠনের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ঐতিহাসিক Bipan

Chandra উল্লেখ করেছেন যে ব্রিটিশ সরকার অহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও আন্দোলনের নৈতিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস আন্দোলন নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বিভিন্ন সমালোচনা করেছেন।প্রথমত, কিছু সমালোচকের মতে অহিংস আন্দোলন অত্যন্ত ধীরগতির রাজনৈতিক কৌশল ছিল। তাদের মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো শক্তিশালী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে দ্রুত ফল পাওয়ার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম অধিক কার্যকর হতে পারত। ঐতিহাসিক R. C. Majumdar এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাবও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি এটি জাতীয় আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর ফলে অনেক সময় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির বাস্তব সমস্যাগুলি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আলোচনায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। এই বিষয়ে Ranajit Guha সাবঅলটার্ন ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনেক সময় যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি।

তৃতীয়ত, কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত রাজনৈতিক সাফল্য অনেক সময় ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতার উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে এই সমালোচনার পরেও অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে অহিংস আন্দোলনের নৈতিক শক্তি এবং গণভিত্তি ব্রিটিশ শাসনের বৈধতাকে গভীরভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

উপসংহার:

ঔপনিবেশিক বাংলায় অহিংস আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সংগঠিতভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। বিশেষত Swadeshi Movement এবং Non-Cooperation Movement বাংলার সমাজে ব্যাপক রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং জনগণকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে।ঐতিহাসিক Bipan Chandra উল্লেখ করেছেন যে অহিংস আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল এর গণভিত্তি, যা ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। অন্যদিকে Sumit Sarkar মনে করেন যে গান্ধীয় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রথমবারের মতো একটি ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

অতএব বলা যায় যে যদিও অহিংস আন্দোলনের কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা ছিল, তবুও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলার সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, জনগণের গণঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে। এই আন্দোলন কেবল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করেনি, বরং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ ও কৌশলকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Chandra, Bipan. India's Struggle for Independence. Penguin Books, New Delhi, 1989, p. 98–110.

২. Sarkar, Sumit. Modern India: 1885–1947. Macmillan India Ltd., New Delhi, 1983, p. 70–95.
৩. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press, Delhi, 1983, p. 15–30.
৪. Majumdar, Ramesh Chandra. History of the Freedom Movement in India (Vol. II). Firma KLM Private Ltd., Calcutta, 1963, p. 45–60.
৫. Brown, Judith M. Gandhi: Prisoner of Hope. Yale University Press, New Haven, 1989, p. 120–135.
৬. Sarkar, Sumit. The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908. People's Publishing House, New Delhi, 1973, p. 140–175.
৭. Bose, Subhas Chandra. The Indian Struggle 1920–1942. Asia Publishing House, Bombay, 1964, p. 12–20.
৮. Bagchi, Amiya Kumar. Private Investment in India 1900–1939. Cambridge University Press, Cambridge, 1972, p. 210–225.
৯. Forbes, Geraldine. Women in Modern India. Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 90–110.
১০. Chandra, Bipan. Nationalism and Colonialism in Modern India. Orient Longman, New Delhi, 1979, p. 150–165.
১১. Guha, Ranajit. Subaltern Studies I: Writings on South Asian History and Society. Oxford University Press, Delhi, 1982, p. 1–15.
১২. Majumdar, Ramesh Chandra. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. Firma KLM Private Ltd., Calcutta, 1957, p. 200–210.
১৩. Sarkar, Sumit. Writing Social History. Oxford University Press, Delhi, 1997, p. 50–65.
১৪. Brown, Judith M. Gandhi’s Rise to Power: Indian Politics 1915–1922. Cambridge University Press, Cambridge, 1972, p. 230–250.
১৫. Chandra, Bipan, Mukherjee, Mridula and Mukherjee, Aditya. India Since Independence. Penguin Books, New Delhi, 2008, p. 35–50.